কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 05 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ .....

শিক্ষক মারধরকারী নেতাকে যোগদান করাতে ছাত্রলীগের আলটিমেটাম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) বিতর্কিত নিয়োগ পাওয়া ছাত্রলীগের চারজনসহ ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন গত সোমবার কাজে যোগ দিলেও এক ছাত্রলীগ নেতা এখনো যোগদান করতে পারেননি। ফয়সাল হোসেন দীপু নামের ওই নেতা জাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, যার বিরুদ্ধে শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ রয়েছে। তাঁকে চাকরিতে যোগদান করানোর পরিবেশ তৈরি করতে গতকাল মঙ্গলবার উপাচার্যকে দুই দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে জাবি ছাত্রলীগ।

গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেলের নেতৃত্বে দেড় শতাধিক নেতাকর্মী উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই আলটিমেটাম দেন বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক গতকাল জানান, নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে পাঁচজন কাজে যোগদান করেছেন। আর একজন নিয়োগপত্র এখনো হাতে পাননি।

জানা যায়, গত ১৩ জুলাই ঈদের ছুটি চলাকালে কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা ছাড়াই বিতর্কিত চার ছাত্রলীগ নেতাসহ ছয়জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মধ্যে পাঁচজন কাজে যোগ দিলেও ছাত্রলীগ নেতা দীপু নিয়োগপত্র হাতে না পাওয়ায় এখনো যোগদান করতে পারেননি।

জাবিতে বিতর্কিত নিয়োগ

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের বড় একটি অংশের বিরোধিতার কারণে দীপু চাকরিতে যোগ দিতে পারেননি। আওয়ামী শিক্ষকদের বিরোধিতার কারণ হিসেবে জানা যায়, ২০১৩ সালের ৯ অক্টোবর সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ওপর হামলা চালান দীপু ও তাঁর কর্মীরা। গত বছর ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ফাও খাওয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ থেকে সাময়িক বহিষ্কৃত হন দীপু। পরে বিভিন্নভাবে তদবির করে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করান তিনি।

নিয়োগপ্রাপ্ত অন্যদের মধ্যে জাবি ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাজিব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হতে আসা এক শিক্ষার্থীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি, সহসভাপতি আবু সৈয়দ আবু জিন্নাহর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা এবং গত বছরের ২৩ নভেম্বর মওলানা ভাসানী হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মারামারি ঘটনায় ১৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে আওলিয়া থানায় দায়ের হওয়া মামলায় অন্যতম আসামি পণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক সোহেল রানা। এ ছাড়া অপর নিয়োগপ্রাপ্ত তাসলিমা খন্দকার জাবি উপাচার্যের একান্ত সচিব মো. ছানোয়ার হোসেনের স্ত্রী এবং মো. আবু হানিফ উপাচার্যের কার্যালয়ের সিনিয়র সটার মো. সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বলেন, 'শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেলে বা প্রমাণিত হলে যেকোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ রকম অভিযোগ থাকলে তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'